ঝিনাইদহে দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া কন্যর রহস্যজনক মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামে থেকে ২য় শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী রানী খাতুন (১০)’র মৃত্যু নিয়ে ধোয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। শিশুটির বাবার বাড়ির লোকজন বলছেন মারধরের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। আর নানার বাড়ির লোকজন বলছে তার মৃত্যু স্বাভাবিক।
জানা যায়, ২০০৯ সালে শহরের কানঞ্চনপুর গ্রামের আব্দুর রাকিবের সাথে সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামের ইলিয়াস কাজীর মেয়ে ঝর্না খাতুনের বিয়ে হয়। ২০১৪ সালে পারিবারিক কলহের কারণে তাদের বৈবাহিত সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে রানীর মা তার বাবার বাড়ীতে থাকতো। শিশু রানী বাবা ও নানার বাড়িতে আসা যাওয়া করত। গত ১০ অক্টোবর বাবার বাড়ী থেকে জ্বর নিয়ে চুটলিয়া গ্রামে তার নানা বাড়ীতে রানী।
শিশুটির মা ঝর্ণা খাতুন বলেন, রাত ১০ টার দিকে ওর গায়ে জ্বর ছিল। আমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলাম। রানী টিভি দেখছিল । আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ২ টার দিকে উঠে দেখি ও বিছানায় নেই। পরে আমার বাবাকে ডেকে বাইরে বের হলে দেখি বাথরুমের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।
নানা ইলিয়াস কাজী জানান, আমি ওকে ঘাড়ে তোলার পর ২ টি ঝাকি দিল। তারপর সে মারা গেছে। ওর গায়ে জ্বর ছিল খুব।
এদিকে শিশুটির পিতা আব্দুর রাকিব অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়েকে মারধর করেছে। মারধরের কারণেই ও মারা গেছে। জ্বর গলে কেউ কি মারা যায় নাকি।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোঃ সোহেল রানা বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কি

কোটচাঁদপুরে বিএনপি নেতার শোক সভা ও দোয়া মাহফিল

কোটচাঁদপুর পৌর ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ঠ কাঠ ব্যবসায়ী মোঃ আতিয়ার রহমান এর মৃত্যুতে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় মেইন বাজার পৌর বিএনপি’র কার্যালয়ে এ শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জেলা বিএনপি’র সদস্য আবুবক্কর বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, যুবদল নেতা আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, প্রমূখ।

শোক সভা শেষে মরহুম আতিয়ার রহমানের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ মাওলানা নুরুন-নবী আশেকী দোয়া পরিচালনা করেন। এসময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ ও বধ্যভূমি নির্মানের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ১৬ এপ্রিল প্রতিরোধ যুদ্ধে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চাপড়ী গ্রামে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সেকেন্দার আলীকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিলেও বাকী ১০জনের আজও মেলেনি স¦◌ীকৃতি । শহীদ মিুক্তযোদ্ধাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা

মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের ঘোরাঘুরি করেও পাননি কোন ফলাফল। অবশেষে সোমবার সকালে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
লিখিত বক্তব্যে শহীদ সেকেন্দার আলীর ছেলে আব্দুল মান্নান বলেন, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ দখল করে পাকিস্থানি পাকহানাদার বাহিনী। এরপর চাপড়ী গ্রামে প্রবেশ করে বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে পোড়াতে শুরু করে। এসময় ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা একই জায়গায় জড়ো হয়ে পাকবাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল। পাকবাহিনী বুঝতে পেরে তাদের চারিদিক ঘীরে গুলি করে পাখির মত নির্মমভাবে হত্যা করে।
তাদের মধ্যে ১১ জনই ছিল চাপড়ী গ্রামের। এক জনের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি মিললেও বাকী ১০ জনের আজও স্বীকৃতি মেলেনি। শহীদদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতির পাশাপাশি নিহতদের স্মরণে বদ্যভূমি স্তম্ভ নির্মানের দাবি জানান তারা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের স্বজন লতিফা বেগম, নবীরন নেছা, স্বপ্না খাতুন, তারা বানু ও সাকের আহমেদ।

ঝিনাইদহে এ্যাড.সালমা ইয়াসমিনের জন্মদিন ব্যাতক্রমি আয়োজন

ঝিনাইদহ যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এ্যাড. সালমা ইয়াসমিনের ৪৬তম জন্মদিন উপলক্ষে এতিমদের নিয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
রবিবার দুপুরে তিনি ঝিনাইদহের শহরতলীর মথুরাপুর এয়াতিমখানার বাচ্চাদের নিজ হাতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাচ্চাদের নিয়ে কেক কাটেন এবং কেক তাদের মুখে তুলেদেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ট্রাক,,ট্রাক্টর ও ট্রাঙ্কলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সাগর, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক কে এম সালেহ, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক শাহানুর আলম, নির্বাহী সদস্য সুলতান আল একরাম, সময় টিভির জেলা

প্রতিনিধি সোহাগ আলী ও ভাই ডা. সেলিম রেজাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। তিনি তার জন্মদিনে সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা চুরির অভিযোগে হাতিুড় দিয়ে পেটালো দিনমজুরকে

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মিথ্যা চুরির অভিযোগ এনে মিরাজুল ইসলাম টিটন (২৪) নামে এক দিনমজুরকে হাত পা বেঁধে হাতুড়ি পেটা ও জুতার মালা গলায় দিয়ে ছবি ধারন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তীতে স্থানীয় ইউপি সদস্য লিটন ও মসজিদের ইমামের মাধ্যমে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীর পিতা। থানার অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার ভোর ৪ টার দিকে উপজেলার পারলাট গ্রামের অহেদুল ইসলামের ছেলে দিনমজুর মিরাজুল ইসলাম টিটন প্রতিদিনের মত তার সহযোগী আলমসাধু চালককে ডাকতে বাড়ি থেকে বের হন।

পথিমধ্যে প্রতিবেশি সামছুল হকের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩৫), খোকন (৪৫), রাজা (৪৫), রাজু (৩০), সাজ্জাদ (৩৫), ফারুক (৪০) এবং তার ছেলে আবুবকর (২০) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে শামিম (২১) তাকে গামছা দিয়ে মূখ বেঁধে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা মিরাজুলকে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এসময় তার হাত ও পায়ের নখ প্লাস দিয়ে টেনে জখম করে।

এতে তার বাম হাতের আঙ্গুল গুরতর জখম হয়। পরে তাকে জুতার মালা গলায় দিয়ে ছবি ধারন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এক পর্যায়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ও মসজিদের ইমামের মাধ্যমে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মিরাজুল উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পারিবারিক শত্রুতার জেরে এমন অমানবিক আচরণের ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে ক্ষেভের সৃষ্ঠি করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ব্যাপরে থানার ডিউটি অফিসার এস.আই ফরিদ আহমেদ বলেন, আমি টেলিফোনে কোন তথ্য দিতে পারব না। ওসি সাহেব ঝিনাইদহে রয়েছেন সন্ধায় তার সাথে কথা বলেন।

ঝিনাইদহে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শহীদ বীজ ভান্ডারের স্বত্তাধিকারী ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম। শনিবার দুপুরে নিজ বাসভবনে তিনি এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

উপস্থিত ছিলেন মদিনা বীজ ভান্ডারের মালিক আবু তাহের ও হাসান বীজ ভান্ডারের মালিক হাসান আহমেদসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ।

এ সময় তিনি লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে আমি ঝিনাইদহে নানা ধরনের বীজ ব্যবসা করে আসছি। এরই অংশ হিসাবে চলতি মৌসুমে ৬টি উপজেলায় ধানের বীজ বিক্রি করা হয়েছে।

হঠাৎ করে হরিনাকুন্ডু উপজেলার হকিমপুর গ্রামের আজিজার মন্ডলসহ ৭জন কৃষক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে অভিযোগ করেন। এরপর থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ঝিনাইদহ জেলার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল মাঝে মাঝে একা একা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এসে নানা রকম প্রশ্ন, হুমকি ও দেখা করার কথা বলে যান।

আমিও একা তার সাথে দেখা না করে একজন উকিলও নিয়োগ করি। এতে করে তিনি আমার উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ন আক্রোশ মুলক,ক্ষমতার অপব্যবহার ও অন্যায়ভাবে ২লাখ ২৯হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

আমার প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ১০ কেজি ধান বীজ বস্তার সাথে একটি হলুদ ট্যাগ থাকে। যাতে করে বীজ পরীক্ষার তারিখ,জাতের নাম,মেয়াদ ও গুনগত মান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

কিন্তু কৌশলে কৃষকগণ ট্যাগ না দেখিয়ে অভিযোগ দায়ের করে যা প্রতারণার নামান্তর। পরে জরিমানা নেওয়া ওইসব কৃষকের জমিতে আমি গিয়ে দেখতে পায় ধানে এখন গজগজে থোড় ও ধানের গঠন খুব ভাল হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠ তদন্তে দাবী জানান ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের মোবাইল ফোনে একাধিক কল দিলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহের স্কুল ছাত্র বিল্লাল হত্যার সঠিক বিচার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া স্কুল ছাত্র বিল্লাল হোসেন হত্যান ঘটনায় বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন পরিবারটি। শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিহতের মামা আব্দুল্লাহ।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ সন্ধায় নিখোঁজ হয় বিল্লাল হোসেন। পর দিন বেলা ১১ টায় ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ নিজ গ্রামের একটি কলা ক্ষেতে বিল্লাল হোসেনের লাশ দেখতে পায় এলাকাবাসী।

এঘটনায় ৪ জনকে আসামী করা হলেও ১ জন পলাতক রয়েছে এবং বাকি ৩ জন জামিনে মুক্তি পেয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়। বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন পার করছেন নিহত বিল্লাল হোসেনের পরিবারটি।

তাই বিল্লাল হোসেন হত্যার ঘটনায় সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং ফাঁসির রায় কার্যকরের দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বিল্লাল হোসেনের পিতা শহিদুল ইসলাম, মাতা রাজিয়া খাতুন, বড় ভাই হযরত আলীসহ স্থানীয়রা।

জোড়াদাহ কলেজ মোড় বিপদজনক এক মৃত্যু ফাঁদ

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার জোড়াদহ ইউনিয়নের কুষ্টিয়ার মেন সড়ক ভেড়াখালী জোড়াদাহের সিমানা নির্ধারণ কারি কলেজ মোড়ের ব্রিজটি এখন মৃত্যু কুপ, কোন রকমে বাইসাইকেল মোটরসাইকেল ও তিনচাকার ছোট যানবাহক যেতে পারলেও যেতে পারছে না কোন মাঝারি বা বড় যানবাহন এতে করে দুর্ভোগে পরেছে হরিণাকুন্ডুর জনসাধারণ, কারন কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ অথবা আলমডাঙ্গা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এটি।

শুধু ব্রিজটিই নয় এখানকার মেইন সড়কটিও কয়েকবছর ধরে আছে খালে খন্দে ভরা যার কারনে নিয়মিতই ঘটে থাকে ছোট বড় দুর্ঘটনা।ব্যক্তি গত অর্থায়নে অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিরা সেটি অনেকবার মেরামত কোরলেও সেটা যথেষ্ট নয়।

উর্ধতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বার দের দৃষ্টি আকর্ষ কোরছি যেনো তাহারা এটির বিষয়ে দূরত সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে নির্মানের ব্যবস্থা করেন।

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির

বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবেশ অধিপ্তরের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও কয়লা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ঐক্য আন্দোলন গড়ে তুলতে ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার দুপুরে শহরতলীর গিলাবাড়িয়ায় আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।
ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র,ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সদরুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন, খুলনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সর্দার ফেরদৌস আহম্মেদ, যশোর জেলা শাখার সভাপতি কাজী নাজির আহম্মেদ মন্নু, কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন, হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চলনা করেন ঝিনাইদহ জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল কুদ্দস। বক্তারা, হয়রানি মুক্ত ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকারের সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

কে এম সালেহ
ঝিনাইদহ।
মোবাঃ ০১৭১২০৫৩৫৮৬

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবেশ অধিপ্তরের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও কয়লা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে শহরতলী গিলাবাড়িয়া গ্রামের আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।
ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সদরুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন, খুলনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সর্দার ফেরদৌস আহম্মেদ, যশোর জেলা শাখার সভাপতি কাজী নাজির আহম্মেদ মন্নু, কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন, হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ঝিনাইদহ জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল কুদ্দস। বক্তারা, হয়রানি মুক্ত ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকারের সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।